তারিখ ... 10 NOV 2016 ...
পৃষ্ঠা ..২..৩ কলাম ..৮.....

কালের কণ্ঠ

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

প্রশ্নপত্র জালিয়াতি 'সি-৩'-এর ভর্তি পরীক্ষা বাতিল

চবি প্রতিনিধি ▷

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদের অধিভুক্ত 'সি-৩' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র জালিয়াতির অভিযোগের প্রমাণ পাওয়ায় পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে। পরীক্ষাটি আবার আগামী ২৫ নভেম্বর সকালে অনুষ্ঠিত হবে।

প্রশ্নপত্র জালিয়াতির অভিযোগ ওঠার পর এই ইউনিটের পরীক্ষার সাক্ষাৎকার পর্ব স্থগিত করা হয়েছিল। অভিযোগ তদন্তে একটি কমিটিও করা হয়। কমিটি গতকাল বুধবার প্রতিবেদন দিয়েছে।

গতকাল বিকেলে উপাচার্য কার্যালয়ের সভাকক্ষে সংবাদ সম্মেলন করে কমিটির প্রতিবেদন পাওয়ার বিষয়টি জানান উপাচার্য ড. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী। তিনি জানান, তদন্তে অভিযোগের প্রমাণ পাওয়ায় 'সি-৩' ইউনিটের বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (এমসিকিউ) পদ্ধতিতে নেওয়া লিখিত পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, গত ৩১ অক্টোবর 'সি-৩' ইউনিটের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। পরীক্ষার পর প্রশ্নপত্রে উত্তর চিহ্নিত ছিল অভিযোগ করে বিভিন্ন গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশিত হয়। সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে পরীক্ষার সাক্ষাৎকার পর্ব স্থগিত করে তদন্ত কমিটি করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

নৃবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক ড. ফরিদ উদ্দীন আহমদকে প্রধান করে দুই সদস্যের এই তদন্ত কমিটি করা হয়। কমিটির অন্য সদস্য হলেন সহকারী প্রক্টর হেলাল উদ্দীন চৌধুরী। সংবাদ সম্মেলনে কমিটির সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন। সেখানে প্রশ্নপত্রে জালিয়াতির বিষয়টিকে যান্ত্রিক ত্রুটি

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ৪

প্রশ্নপত্র জালিয়াতি 'সি-৩'-এর ভর্তি পরীক্ষা

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

বলে আখ্যায়িত করেন উপাচার্য। তিনি বলেন, 'এতে কোনো ধরনের জালিয়াতির প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তাই শাস্তির কোনো প্রশ্নই আসে না। এই ইউনিটের পরীক্ষাসংক্রান্ত দায়িত্বে যাঁরা ছিলেন তাঁরা অত্যন্ত সৎ, যোগ্য ও দক্ষ। এর আগে এই শিক্ষকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। ফলে ওই পরীক্ষায় প্রশ্নপত্রের সঙ্গে শিক্ষকদের কোনো যোগসাজশ নেই। এটি সম্পূর্ণ টেকনিক্যাল সমস্যা।'

উপাচার্য আরো বলেন, 'সামনের বছর থেকে দায়িত্বপ্রাপ্তদের আরো সতর্ক থাকার কথা বলেছি। পরীক্ষা নিয়ে প্রশ্ন ওঠায় পরীক্ষা বাতিল করে নতুন করে পরীক্ষা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ওই পরীক্ষার বিস্তারিত সময়সূচি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।' এ জন্য ভর্তীচ্ছুদের আর নতুন করে ফরম পূরণ করতে হবে না। যারা আগে পরীক্ষা দিয়েছে তারা পরীক্ষায় অংশ নেবে বলে জানান উপাচার্য।

সংবাদ সম্মেলনে তদন্ত কমিটির সদস্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী প্রক্টর হেলাল উদ্দিন আহমেদ বলেন, 'আমরা তদন্ত করতে গিয়ে পুরো প্রক্রিয়াটি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে দেখেছি। সম্পূর্ণ অসতর্কতার কারণে এ ঘটনা ঘটেছে। এখানে কোনো জালিয়াতি ছিল না।' তিনি আরো বলেন, 'আমরা তদন্ত প্রতিবেদনে তিনটি বিষয় উল্লেখ করেছি। এর মধ্যে আছে পরীক্ষা বাতিল করা, যাঁরা আগের প্রশ্নের দায়িত্বে ছিলেন তাঁদের প্রশ্নপত্র প্রণয়ন প্রক্রিয়া থেকে বিরত রাখা এবং প্রশ্নপত্র প্রণয়ন প্রক্রিয়ার জন্য একটি চেকলিস্ট তৈরি করা।'

অন্যদিকে কলা ও মানববিদ্যা অনুষদের অধীন বি-১ ইউনিটের সেট-২-এর প্রশ্নপত্রে জালিয়াতির অভিযোগটি উড়িয়ে দেন উপাচার্য। বিভিন্ন সংবাদপত্রে অভিযোগটি প্রকাশিত হওয়ার পরও কোনো ধরনের তদন্ত কমিটি ও যাচাই-বাছাই ছাড়াই সাক্ষাৎকার পর্ব শেষ হয়।

এ ব্যাপারে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করলে উপাচার্য ড. ইফতেখার বলেন, 'বি-১ ইউনিটের প্রশ্নটি আমরা যাচাই করে দেখেছি। এতে কোনো ত্রুটি পাইনি। কিছু জায়গায় প্রিন্টিং মিসটেকের কারণে ঝাপসা হয়েছিল।'

উল্লেখ্য, গত ৩১ অক্টোবর বিকেলে অনুষ্ঠিত হওয়া সি-৩ ইউনিটের প্রশ্নপত্রের ১০০টি প্রশ্নের সঠিক উত্তরের অপশনটি ঝাপসা করে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। বিষয়টি নজরে আসে ১ নভেম্বর ফলাফল প্রকাশের পর। পরীক্ষায় অংশ নেয় পাঁচ হাজার ৭৮৫ পরীক্ষার্থী। কিন্তু এই ইউনিটের ১৩৪টি আসনের বিপরীতে মাত্র ১৩৮ জন পরীক্ষার্থী পাস করে। দেখা যায়, ১২০ এর মধ্যে ১১৮.৯৯ পেয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেছে এক শিক্ষার্থী। এ ছাড়া ফলাফলের প্রথম সারির বাকি ২৯ জনই অস্বাভাবিক নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ হয়, যা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার ইতিহাসে বিরল। এ ঘটনার পরপরই উপাচার্য তাৎক্ষণিকভাবে সাক্ষাৎকার পর্ব স্থগিতের আদেশ দেন।